Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

হাঙ্গেরি সংকট – একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব একটা নিশ্চিন্তে ছিল না। বেশ কিছু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল শুরু হয়। এদের মধ্যে হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের কথা বলা যায়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের ঘটনাবলি কে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কের গতি পরিবর্তিত হয়।

১৯৪৫ সালে হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছিল। স্তালিনের মদতে সেখানে নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে অ-কমিউনিস্ট দলগুলির পরাজয় হয়। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। হাঙ্গেরি তে প্রধানমন্ত্রী হন স্তালিনপন্থী রাকোসি। তিনি হাঙ্গেরিয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন। তিনি হাঙ্গেরির রাজনীতিতে ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাঙ্গেরিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতিকে বাস্তবায়িত করতে আরম্ভ করেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর রাকোসির জনপ্রিয়তা কমে যায়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে হাঙ্গেরি গণপ্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়কের পদ থেকে রাকোসি কে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ইমরে নেগিকে ঐ পদে বসানো হয়। নেগি কিছু দিন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে হাঙ্গেরিতে উদারনীতি কার্যকর হয়। তিনি হাঙ্গেরিতে এক উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্টরা নেগির এই উদার শাসনকে পছন্দ করেনি। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে নেগিকে পার্টী থেকে বহিষ্কার করা হয়। রাকোসিকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু রাকোসির শাসন কে আবার সাধারন হাঙ্গেরীয়রা মানতে পারেনি। হাঙ্গেরিয় বুদ্ধিজীবিরা এই শাসনের প্রতিবাদে পেটোফি সার্কল নামে এক সাহিত্য সভা গঠন করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে রুশ কমিউনিস্ট দল রাকোসিকে পদচ্যুত করেন এবং আর্নোজেরোকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হয়। কিন্তু আর্নোজেরো রাকোসির পথেই হাঙ্গেরিকে পরিচালনা করেন। সে জন্য রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ বিরক্ত হয়েছিলেন। হাঙ্গেরিয় মানুষজন

আর্নোজেরোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে পোল্যান্ডে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে সমর্থন করে হাঙ্গেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তারা হাঙ্গেরিতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত প্রভুত্বের অবসানের জন্য আন্দোলন করেছিল। সাধারন মানুষ তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। ফলে সারা দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল গণ-আন্দোলন। প্রধানমন্ত্রী আর্নোজেরো এই অভ্যুত্থানকে প্রতিরোধ করার জন্য সোভিয়েত সামরিক বাহিনী কে ডাকেন। সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করেছিল এবং বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি চালিয়েছি;ল। সাধারন কারনে জনতার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর্নোজেরো ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জনতার দাবী মতো ইমরে নেগি পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছিলেন।

ইমরে নেগি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরি ত্যাগ করেছিল। রুশ নেতারা ভেবেছিল ইমরে নেগি সোভিয়েত রাশিয়ার অঙ্গুলিহেলনে হাঙ্গেরিকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু তাদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি। নেগি হাঙ্গেরিতে এক দলীয় শাসনের অবসান ঘটায়। তিনি হাঙ্গেরিতে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শাসনের মতো প্রশাসন চেয়েছিলেন। তিনি হাঙ্গেরিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাখার কৌশল নিয়েছিল। স্বাভাবিক কারনে নেগির এই ধরনের প্রগতিমূলক শাসনকে সোভিয়েত রাশিয়া মানতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর নেগি ঘোষণা করেন যে হাঙ্গেরি ‘ওয়ারশ চুক্তি’ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সোভিয়েত রাশিয়া নেগি কে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর আড়াই লক্ষ সোভিয়েত সেনাকে বুদাপেস্টে প্রেরন করেছিল। মস্কো এবার জানোস কাদার কে নেগির পরিবর্তে ক্ষমতাসীন করেছিল। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। পদচ্যুত নেগিকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হাঙ্গেরির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার এরুপ হস্তক্ষেপ হাঙ্গেরির সংকটকে তীব্রতর করেছিল।

হাঙ্গেরির জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলনকে চালিয়ে গিয়েছিল। তারা হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত সেনার অপসারণের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে হাঙ্গেরিইয়ানদের বিদ্রোহ দমন করেছিল। হাঙ্গেরির জনগণ রাশিয়ার নিষ্ঠুরতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং মস্কো সম্পর্কে তাদের ধারনা বদলে গিয়েছিল।

হাঙ্গেরি সংকটে ভারতের ভূমিকা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। সুয়েজ সংকটে মিশরের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিল। মিশরের সাথে ভারতের স্বার্থগত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু হাঙ্গেরির সাথে ভারতের তেমন যোগাযোগ ছিল না। দুই বড় শক্তি যাতে হাঙ্গেরিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রেখেছিল ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করেছিলেন হাঙ্গেরি অভ্যুত্থানে সেখানকার জাতীয়তাবাদ জয় লাভ করবে এবং সেখানে গণতন্ত্রীকরণ সুদৃঢ় হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে বাধা দেবে না নেহরু একথা মনে

করেন। কিন্তু হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বল প্রয়োগ করলে মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নেহরু সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে হাঙ্গেরি সম্পর্কে বিশদে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে সোভিয়েত ভারতকে যে বিবরণ যা জানিয়েছিল নেহরু মনে করেন তা আংশিক। হাঙ্গেরিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ভারত সমর্থন করেনি ঠিক কথা কিন্তু এর বিরুদ্ধে তেমন সোচ্চার প্রতিবাদ ভারত করেনি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হাঙ্গেরিতে রুশ অভিযানকে সমালোচনা করেছিল। কিন্তু সেই অর্থে ভারত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করেনি। আসলে কাশ্মীর সমস্যার জন্য ভারত সোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্র কে চটাতে চায়নি। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অনেকবার ভেটো প্রয়োগ করেছে। নেগি ও তাঁর সহকর্মীদের হত্যা কে ভারত মানতে পারেনি। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল। ভারত দুবছর হাঙ্গেরিতে কোন রাষ্ট্রদূত প্রেরন করেনি। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় হাঙ্গেরি সংকটে ভারতের ভূমিকা তেমন ইতিবাচক ছিল না। হাঙ্গেরি সংকটে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা নীতি কিছুটা হলেও চাপে পড়েছিল। ভারত কোনভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতা করতে চায়নি।